MAY 1 4 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃঃ ... কলাম ...

সন্ত্রাস সৃষ্টিতে প্রধানত দায়ী ছাত্র রাজনীতি

...এক বছরে বাংলাদেশে সন্ত্রাস অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে বলা যায়। ক্ষমতাসীন জোট সরকার সন্ত্রাস নির্মূলে জাতির কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। নির্বাচনী এ অঙ্গীকার অনুযায়ী সরকার এবং সরকারের সাথে সংশ্লিষ্টগণ সভা-সমাবেশে সন্ত্রাস নির্মূলের কথা বলেও যাচ্ছেন নিয়মিত। কিন্তু তারপরও এ ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হচ্ছে না। এ সন্ত্রাস সৃষ্টিতে অনেক কারণের মাঝে রাজনীতি তথা 'ছাত্র-রাজনীতি' অন্যতম প্রধান একটি কারণ। ছাত্র রাজনীতি যারা করছেন, তাদের তালিকা খুঁজতে গেলে দেখা যাবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যারা রয়েছেন, তারা প্রায় অধিকাংশ অছাত্র এবং কোন না কোন ব্যবসার সাথে জড়িত। ফলে তারা তাদের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য টাকা দিয়ে কিছু ভক্ত পালেন আর তাদের দিয়ে করেন নিজের পক্ষে গ্রুপিং। একইভাবে একই দলের আরেক ছাত্রনেতা ...র পক্ষে করেন গ্রুপিং। ফলে স্বার্থ উদ্ধারে ... দু-গ্রুপ যখন মুখোমুখি হয়, তখন শুরু ...য় রক্তক্ষয়ী সংঘাত, সৃষ্টি হয় সন্ত্রাস। ...ক্ষান্তরে জেলা পর্যায়ে যারা নেতৃত্ব দেন, ...দেরও বড় একটা অংশ একাডেমিক ...রিচয়হীন, আর অন্যান্য কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের ...াসের সাথে নিজের কোন সম্পর্ক রাখেন ..., কারণ তার পরিচয় সে ছাত্রনেতা। ...তার কি আবার ক্লাস করতে হয়? এসব ...তারা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে দিয়ে সারাক্ষণ ঘুরে ...রেন বাইরে অথবা কলেজের অফিসে ...বং নতুন ছাত্রদের ভর্তি ও 'ফরম ...লাপ'কালীন, সময়ে তাদের সহযোগিতার ...মে করেন অর্থ আত্মসাৎ অথবা জোরপূর্বক ...জের দলের কর্মী করে নেন। আর বিকেল ...লা ওইসব নেতারা ঘুরে ফেরেন স্থানীয় ...ার এলাকায়। মধ্যরাতে ফিরেন বাসায়। ...ল রাত এবং দিনের কোন সময়েই বই-...তা-কলমের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক ...কে না।

শিক্ষক কথা বললে শিক্ষককে হতে হয় লাঞ্ছিত।

দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রতিদিনের একটি কমন নিউজ হচ্ছে- দেশের কোথায়, কতজন আজ সন্ত্রাসের শিকার হয়ে ধরণী হতে বিদায় নিয়েছে। সন্ত্রাস ক্যাম্পাসে অবস্থানকালীন কারণে-অকারণে দুর্বল সংগঠনের সাথে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে এবং নেতার(!) স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে মূল্যহীন। এই যে হত্যা, সন্ত্রাস, খুন ও এসব অপকর্মের সাথে কখনও প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে রাজনীতি এবং ছাত্ররাজনীতিকরা জড়িত রয়েছেন। ছাত্র রাজনীতির হিংস্র ছোবলে পড়ে প্রতিবছর অসংখ্য সম্ভাবনাময় তরুণকে জীবন দিতে হচ্ছে। ছাত্র রাজনীতির মোড়কের ভিতরে বসে থাকা তথাকথিত মস্তানদের সমীহ না করলে, উঠতে-বসতে সালাম না দিলে, নেশা করার জন্য রুম ছেড়ে না দিলে ইত্যকার অপকর্মের সামান্য ঘাটতি হলেই তারা চড়ে বসেন সাধারণ ছাত্রের ঘাড়ের ওপর।

ছাত্র রাজনীতি যারা করছেন, তাদের তালিকা খুঁজতে গেলে দেখা যাবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যারা রয়েছেন, তারা প্রায় অধিকাংশ অছাত্র এবং কোন না কোন ব্যবসার সাথে জড়িত। ফলে তারা তাদের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য টাকা দিয়ে কিছু ভক্ত পালেন আর তাদের দিয়ে করেন নিজের পক্ষে গ্রুপিং।

ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে কথা বলবে বিশ্ববিদ্যালয়ের, কলেজের মেধাবী নিয়মিত ছাত্ররা, কিন্তু মস্তানদের ভিড়ে মেধার কোন মূল্য নেই। ক্যাম্পাসের পবিত্র আঙিনায় হওয়ার কথা ছাত্রদের মাঝে বিষয়ভিত্তিক গ্রুপে গ্রুপে পর্যালোচনা, অথচ সেখানে পাওয়া যায় বারুদের গন্ধ, আর অস্ত্রের ঝনঝনানি। জাতির ভবিষ্যৎ 'ছাত্ররা' যখন সামগ্রিকভাবে জুলুমের শিকার, ছাত্ররা যখন রাস্তা ঘাটে রাজনীতির নামে সন্ত্রাসের জন্ম দিচ্ছে, ছাত্রনেতাদের নাম শুনলেই যখন অভিভাবকগণ ভয়ে আঁৎকে ওঠেন, তখন ছাত্র নামধারী অছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের কথা বলা সত্যিই হাস্যকর বটে। বরং সমাজকে কলুষমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত করতে হলে অন্যান্য উদ্যোগের পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

ইকবাল হোসাইন বাদল

গ্রাম ও ডাক ঃ কুমুল্লী নামদার
থানা ও জেলা ঃ টাঙ্গাইল।